আশ্বিন মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

কাশফুলের শুভ্রতা, দিগন্ত জোড়া সবুজ আর সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ানো চিলতে সাদা মেঘ আমাদের মনে করিয়ে দেয় বর্ষার শেষে আনন্দের বার্তা নিয়ে শরৎ এসেছে। এ প্রেক্ষিতে আসুন সংক্ষেপে জেনে নেই আশ্বিন মাসের বৃহত্তর কৃষি ভুবনের করণীয় বিষয়গুলো।

১. বন্যা বা অতি বৃষ্টি জনিত কারণে আমন ধান রোপন করতে না পারলে পানি কমার সাথে সাথে স্থানীয় জাত (নাইজারশাইল বা লতিশাইল) সমূহের আমন চারা রোপন করা যেতে পারে।
২. বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জমিতে আমনের পার্শ্ব-কুশি দিয়ে আমন চারা রোপন করুন।
৩. নাবী আমন জাত (বিআর-২২, বিআর-২৩, বিনাশাইল এবং স্থানীয় জাত) রোপণের চারা গুছিতে ৫-৭টি সংখ্যায় রোপন করুন।
৪. আগাম রোপা আমনের জমিতে শেষ বারের ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন।
৫. নাবী রোপনকৃত আমন ধানে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুণ।
৬. এ সময় আমন ধানে মাজরা, পামরি, চুঙ্গী, গলমাছি, বাদামি গাছ ফড়িং, খোলপোড়া (Sheath blight) ও কান্ড পঁচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। সেই জন্য মাঠ নিয়মিত পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭. বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।
৮. যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী বারি-৯, বারি-১৪ ও বারি-১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।
৯. ভূট্টার বীজ, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, আলু, মাসকলাই ও অন্যান্য ডাল ফসল বিনা চাষে বপনের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
১০. আগাম শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উঁচু জায়গা কুপিয়ে পরিমাণ মত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে মূলাশাক, লালশাক, চীনাশাক, সরিষাশাক আনায়াসে চাষ করা যায়।
১১. ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, ব্রকলি বা সবুজ ফুলকপিসহ অন্যান্য শীতকালীন সবজির চারা তৈরি করে মূল জমিতে বিশেষ যত্নে আবাদ করা যায়।
১২. বিনা চাষে মাসকলাই, মুগ, তিল, তিশি ইত্যাদি বপন করুন।
১৩. মাদায় মিষ্টি কুমড়া ও লাউয়ের বীজ বপন করুন। লাউ, শিমের রোপন ও পরিচর্যা নিশ্চিত করুন।
১৪. পঁচা কচুরি পানার স্তুপে বীজ বপন করে পরবর্তীতে মূল মাদায় স্থাপন করা যায়।
১৫. শীতকালীন আগাম (লাউ, শিম, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো) সবজি বেডের পরিচর্যা করুন।
১৬. এ সময় বীজের জন্য তোষা পাটের বীজ বুনতে হবে।
১৭. আখের চারা উৎপাদনের এখনই উপযুক্ত সময়।
১৮. উঁচু স্থানে, বীজতলা/ পলিব্যাগ পদ্ধতিতে আখের চারা উৎপাদন করা যায়। আখের চারার বয়স ১-২½ মাস হলে মূল জমিতে রোপন করুন।
১৯. বর্ষায় রোপন করা ফলজ, বনজ ও ঔষধী চারা কোন কারণে মরে গেলে সেখানে নতুন চারা রোপনের উদ্যোগ নিতে হবে। রোপনকৃত চারার যত্ন নিতে হবে।
২০. রবি মৌসুমে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত বীজ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে রোদে দিয়ে বীজ ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করুণ।
২১. আম, আপেলকুল, বাউকুলসহ বিভিন্ন ফলের চারা রোপন এবং পরিচর্যা করুন।
২২. রাস্তার পাশে দলীয়ভাবে তাল এবং খেজুরের চারা রোপন করুন।
২৩. এলাকার চাহিদা অনুযায়ী রবি ফসলের বীজ বিএডিসির বিক্রয় কেন্দ্র/ডিলারের নিকট হতে সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুণ।